দৈনিক সংবাদ

তারিখ APR. 6 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

সাঁওতালি ভাষার প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনা ঃ একটি ইতিহাস

শহিদুল ইসলাম

গত ২০শে মার্চ '৯৯ একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। একটি অনন্য সাধারণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ পেয়ে শত কাজের মধ্যেও আমি সে সুযোগটা হাতছাড়া করিনি। রাজশাহী শহর থেকে একটি মাইক্রোবাসে সেদিন সেখানে পৌঁছাতে আমাদের ৩০/৩৫ মিনিট সময় লেগেছিল। বর্ষার সময় এ রাস্তায় কোন যান্ত্রিকযানের পক্ষে চলাচল করা সম্ভব নয়। তখন ভরসা কেবল পা ও গরু গাড়ি। গত বর্ষায় গরু গাড়ির চাকা রাস্তায় যে খালগুলো তৈরি করেছিল, আমাদের মাইক্রোবাস সেগুলো বাঁচিয়ে কোন রকমে এগিয়ে চলল। তিন মাইল যাওয়ার পর আমাদের নেমে পড়তে হলো। সেখান থেকে দু/তিন শ' গজ হেঁটে বর্ষাগ্রাম। চারিদিকে শুধু মাঠ-মাঠ আর মাঠ। সেই ফাঁকা মাঠে পায়ে চলা একটা সরু রাস্তা ধরে আমি এগুলাম। দূরে মাঠের মধ্যে একটি ডেকোরেটরের তৈরি তোরণ। তোরণের পর সাঁওতাল পল্লীর কিছু শিশু-কিশোর-যুবা-বৃদ্ধা দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি এগিয়ে এলেন। হাতে তার ঝকঝকে কাঁসার ঘটি। তারমধ্যে কিছু পানি ও দূর্বাঘাস। তিনি এগিয়ে এসে হাসান আজিজুল হকের হাতে ঘটিটা তুলে দিয়ে আমাদের বরণ করে নিলেন। কিছু আগে থেকেই ঢাকের গুড় গুড় শব্দ কানে ভেসে আসছিল। একটি ছোট বাড়ির বাঁক থেকে চারজন সাঁওতাল যুবতী ঢাকের তালে তালে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমাদের সামনে এসে ফিরে চললো মূল অনুষ্ঠানস্থলের দিকে। আমরা তাদের অনুসরণ করে গিয়ে পৌঁছলাম কয়েকটি ৮ বাই ৮ ফুট মাটির বাড়ি দিয়ে গঠিত বর্ষাগ্রামে। বাড়িগুলোর পিছনেই মূল অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। রাজশাহী শহর থেকে ডেকোরেটর এসে একটি ছোট্ট সামিয়ানা টাঙিয়ে ছোট্ট একটি স্টেজ তৈরি করেছে। মাইকও ভাড়া করে আনা হয়েছে রাজশাহী থেকে। ঘোষক বাংলা ও সানতালি ভাষায় ঘোষণা দিতে থাকলেন। বোঝা গেল আমরা যেমন সানতালি ভাষা বুঝি না, এমনি এখানকার সানতালি জনগোষ্ঠীর অনেকেই বাংলা বোঝে না। তাই ঘোষককে দুই ভাষাই ব্যবহার করতে হয়েছে।

আজ থেকে চল্লিশ/পঞ্চাশ বছর আগের গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। এখানে এসে মনে হলো গত পঞ্চাশ বছরের উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ এ গ্রাম পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। অথচ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনেরই মধ্যে অবস্থিত এ গ্রামটি। সারাটা জীবন প্রায় রাজশাহীতেই কাটিয়ে দিলাম। বরীন্দ্র অঞ্চলের অনেক কথা শুনেছি, এর ওপর অনেক প্রতিবেদন পড়েছি। কিন্তু স্বচক্ষে এই প্রথম আমার বরেন্দ্র অঞ্চল দেখা। চারদিকের মাঠগুলো ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। কিছুটা নামার পর আবার ধীরে ধীরে উঁচু হতে শুরু করেছে। দূরে দূরে গভীর নলকূপ। নিচু অঞ্চলে সবুজের হাতছানি দেখা গেলেও উঁচু এলাকা একেবারেই রুক্ষ। ঘাসশূন্য। এ অঞ্চলে ১৬টি গ্রাম আছে শুনলাম। এর মধ্যে দুটি মুসলমান পল্লী। বাকি ১৪টি আদিবাসী গ্রাম। বর্ষাগ্রামের সবচেয়ে কাছের আদিবাসী গ্রাম নবাই বটতলা। কেবল সেই গ্রামটিই চোখে পড়ল। কেউ কেউ আঙুল দিয়ে অন্য গ্রামগুলো দেখানোর চেষ্টা করলে আমাদের খাঁ খাঁ মাঠ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বর্ষাগ্রামেই আদিবাসীদের সানতালি ভাষার প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে সাক্ষী হতে সেদিন গিয়েছিলাম। সমগ্র বাংলাদেশে এ ধরনের স্কুল নাকি এই প্রথম। কিছুই নেই এই গ্রামে। তবে যেটা দেখার মত সেটা হলো এ গ্রামের দারিদ্র্য। শহরের এত কাছে বাংলাদেশে আজও এমন সহায় সম্বলহীন মানুষেরা ছোট ছোট মাটির কুঠরিতে বসবাস করছে, ভাবাই যায় না। শুনলাম, এদের কারো কোন জমি নেই। কয়েক ঘর আদিবাসী ভূমিহীন মানুষ এই গ্রামটি গড়ে তুলেছে। এদের দারিদ্র্য কোন পর্যায়ে তা বলা যাবে না। যে কোন অনুষ্ঠানে অতিথিদের আপ্যায়নের যে সংস্কৃতি আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে, সেদিনের অনুষ্ঠানে সে রকম কোন অতিথি সেবার কথা ভুলেও কারো মনে উঁকিঝুঁকি দেয়নি। না আমাদের, না আয়োজকদের; কিন্তু সেদিন সে জায়গায় তা সুন্দরভাবে মানিয়ে গিয়েছিল। ফজলে হোসেন বাদশা এ অঞ্চলের নাড়িনক্ষত্র জানে। তাই সে গাড়িতে বড় বড় তিন/চার বোতল পানি নিয়ে নিয়েছিল। না হলে সেদিনের প্রচণ্ড গরমে সবাই বেশ কষ্ট পেত। পানি খেতে চাইলে তারা তা দিতে পারত না, এমন নয়; কিন্তু তার জন্য তাদের দু/এক মাইল পথ হেঁটে টিউব ওয়েলের কাছে যেতে হত।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি শ্রী অনিল মারাণ্ডির সভাপতিত্বে আলোচনা সভাটি শুরু হবার আগে আদিবাসী পুরুষ ও নারী চারটি পৃথক নাচের এক সুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপন করলেন। তার একটির নাম মনে আছে দাসাই নাচ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানশেষে আলোচনা। আমাদের সংস্কৃতিতে বর্তমানে আলোচনা সভায় লোক ধরে রাখার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি শেষে করা হয়। বর্ষাগ্রামে মানুষজন কম হলেও আশপাশের দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে অনেক আদিবাসী পুরুষ ও নারী সেদিন সে অনুষ্ঠান দেখার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। মুসলমান গ্রাম থেকে কিছু সহৃদয় ব্যক্তি সেদিন সেখানে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। বক্তারা সেদিন সবাই প্রথম সানতালি ভাষার স্কুল স্থাপনাকে এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলে রায় দেন। সবার কথার সারসংক্ষেপ করে মূল্যবান কথা বললেন কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও স্কুল উদ্বোধক।

বিপুল উৎসাহ নিয়ে উপস্থিত আদিবাসীরা সেদিন হাসান, গ্রামীণ ট্রাস্টের দারিদ্র্য বিমোচন গবেষণা কর্মসূচির সৈয়দ হাশমী, বিশেষ অতিথি রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম, জুলফিকার মতিন, ফজলে হোসেন বাদশা, যুব উন্নয়নের মুস্তাফিজুর রহমান, কৃষক নেতা আনিসুর রহমান মল্লিকের কথায় বার বার হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাচ্ছিলেন। সবাই যে বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন তার সুন্দর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সুবক্তা ও কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হকের বক্তৃতায়। তিনি যা বললেন তা মর্মান্তিক হলেও সত্য। আদিবাসীরা প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম শোষণ তাদের ক্রমশই মানবেতর জীবন উপহার দিয়েছে। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা হাজার বছর ধরে শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট, এদের উপর শোষণ তার চেয়েও মারাত্মক। এদেশেরই মানুষ এসব আদিবাসী আরো অধিক দুরবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছেন। মৌলিক অধিকারসমূহ তাদের প্রতি সম্প্রসারিত হয়নি বলেই তারা এ রাষ্ট্রে নিজ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাটুকু লাভ করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। আবার আর্থ-সামাজিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা না গেলে শিক্ষা লাভের অধিকারও নিশ্চিত করা যাবে না। সেদিনের মঞ্চ থেকে বিপুল করতালির মধ্যে নতুন প্রণীত শিক্ষানীতিতে একটি ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে নিজ ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আদিবাসীরা যেসব ভাষায় কথা বলে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দরকার বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন। তার আগে প্রধান অতিথি হাসান আজিজুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কেটে মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা ওপরে টিন ৬ বাই ১২ ফিট স্কুলের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ প্রত্যেকে প্রায় ৪০ জন শিশুর হাতে বাংলা হরফে লেখা সানতালি ভাষার একটি করে বই এবং সেইসঙ্গে একটি করে শ্লেট ও চক তুলে দেন। নিজের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই- এ ছিল সেদিনের অনুষ্ঠানের মূল শ্লোগান। আমার তখন শহীদ রফিক, সালাম, বরকতসহ একুশের কথা মনে পড়ল। আমরাও সেদিন নিজের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জীবন বাজি ধরেছিলাম।

'বঞ্চনার হাত থেকে জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে- বাঁচার মত বাঁচতে হবে' এই সংকল্পে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলাদেশের আদিবাসীদের নিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেমেছে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ১৯৯৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়সহ নিজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা, নাগরিক হিসেবে সংবিধানসম্মত মৌলিক অধিকার আদায়, জমির অধিকার রক্ষা, নারীর মর্যাদা রক্ষা ইত্যাদি মানবিক দাবি নিয়ে তারা এরপর রাজপথে আন্দোলন করে চলেছে। চরম রাষ্ট্রীয় অবহেলা তাদের কর্মোদ্যমকে দমিয়ে রাখতে পারেনি তারই প্রমাণ তারা দিয়েছে সেদিনের সেই সানতালি ভাষার প্রথম প্রাইমারি স্কুল স্থাপনের মধ্য দিয়ে। অতীতের সরকারের মত বর্তমান সরকারও তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে কেন নারাজ? বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্থাপন করেছে। সেখানে আদিবাসীদের সম্পর্কে কোন কথা নেই। ভাষার জন্য যে জাতি নির্ভয়ে প্রাণবিসর্জন দিতে মুহূর্ত বিলম্ব করেনি, সবাই আশা করেন সে জাতি বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল আদিবাসীর মাতৃভাষার প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাবনত হবে, এবং তাদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে এগিয়ে আসবে।

সানতালি ভাষার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। অন্যের বর্ণমালাকে অবলম্বন করেই সে ভাষাকে দাঁড়াতে হবে। শোনা গেল পশ্চিম বাংলায় তারা সানতালি ভাষার জন্য রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করছে। কিন্তু এখানে সানতালি ভাষায় প্রথম প্রাথমিক পুস্তক রচনার জন্য জাতীয় আদিবাসী পরিষদ বাংলা বর্ণমালাকেই বেছে নিয়েছে। তার কারণ বর্ণনা করলেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী রবীন্দ্রনাথ সরেন। তাদের এ সিদ্ধান্ত খুব বিজ্ঞানসম্মত বলেই মনে হলো। জানা গেল আদিবাসী শিশুরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শিশুদের সঙ্গে একই স্কুলে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। সংখ্যাগুরুর অবহেলা ছাড়াও ভাষাগত দুর্বলতা তাদের সামনে এগুতে দেয় না। সামাজিক দূরত্ব প্রচণ্ড বাধা। বাংলা বর্ণমালায় আদিবাসী শিশুর সঙ্গে ভাষাগত ... গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রা... তারা সুচিন্তিত সিদ্ধা... এগিয়ে এসেছে। ত... কোন বর্ণমালাতেই ... উচ্চারণ করা যা... চিরচরিত ধারায় ... বলে সবাই মত... সচরাচর সাঁ... ঘোষক বার ...

আদিবাসী ... সমৃদ্ধ। সে গ্রামে ... সরকারি ও বেসরক... বর্ষাগ্রামের আদিবাসী... হেমব্রমকে নিয়ে খুব গ... মধ্যে তিনিই নাকি প্রথ... মধ্যে প্রথম এমএ ... দিনাজপুর সঙ্গীত কলে... দিনাজপুরের সমাজকল... মানদার সমবায় ...কসার উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে স্থানীয় ব্যবসায় জড়িত আছেন। ... শিক্ষকতায় নিয়োজিত। এ... সানতালভাষীদের যেমন গর্ব ... রয়েছে শেকড়ের সঙ্গে তাদের ... জন্য মনোবেদনা। সেদিনের ... লোকগুলো কেউ আসেননি- তাদের এ মনোবেদনার প্রকা... বিষয়টি নিয়ে প্রফেসর জুলফি... এক চমৎকার ব্যাখ্যা দিলেন ত... বিচ্ছেদ কেবল তাদের ক্ষে... সংখ্যাগুরু বাঙালির ক্ষেত্রেও ... এমনও স্কুল রয়েছে, যেখা... শিশুরা বাংলা ভুলে যাচ্ছে ... করার জন্য বিরোধীদলের ... পর্যন্ত বর্ধিত করলে, ঢাক... স্কুলের শিক্ষার্থী মেয়ে বি... ভাঙা ভাঙা বাংলায় তা... তাছাড়া সব মেধাবী ছা... ফল করার প্রধান উ... নিজেকে গ্রহণযোগ্য ... আঙ্গিনা থেকে তা... করার নেই। এ ... দিয়ে এর মোক... না। আদিবা... বিকল্প ... ৮/১০... ভাষ...

আম... রওনা ... আমরা অস্ত, ... না। তা নিয়ে ... সেটাই স্বাভা... মাইক্রোবাসটা ... চলল। পিছন ফি... অন্ধকার। পিছনে বর্ষা... আসা মানুষগুলোর কথা ... মানুষ- এই বাংলাদেশে ... থাকলে মাইক্রোবাসে মাত্র ... রাজশাহীতে গত চল্লিশ বছ... কোনদিন তো এদের কথা ভাবি...